উপসংহার

উপসংহার

বাংলা সাহিত্যে অভিজিৎ সেন সত্তর - আশির দশকের একজন বিখ্যাত গল্পকার। সমাজ সচেতনতা, কাল সচেতনতা ও রাজনীতি সচেতনতা তাঁকে বাস্তববাদী জীবনশিল্পীতে পরিণত করেছে। সত্তর - আশির দশকের প্রেক্ষিতে সামাজিক - রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনকে তিনি তাঁর গল্পে রূপ দিয়েছেন। আমরা এখানে অভিজিৎ সেনের ছোটগল্পের বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব এবং শিল্পরীতির বিশেষত্বের পরিচয়কে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাঁর জীবন ও সৃষ্টি (ছোটগল্প) কে নিম্নোক্ত কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি---

প্রথম অধ্যায় --- বাংলা সাহিত্যে অভিজিৎ সেনের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট।

দ্বিতীয় অধ্যায় --- অভিজিৎ সেন ঃ মানুষ ও লেখক।

তৃতীয় অধ্যায় --- অভিজিৎ সেনের ছোটগল্প বিশ্লেষণ।

চতুর্থ অধ্যায় — অভিজিৎ সেনের গল্পের শিল্পরীতি বিশ্লেষণ।

পঞ্চম অধ্যায় --- তুলনার আলোকে গল্পকার অভিজিৎ।

সত্তর - আশির দশক বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে নানা দিকচিহ্ন নির্দেশকারী ভূমিকা নিয়ে উপস্থিত। বিক্ষুব্ধ এই সময়কালের সামাজিক - রাজনৈতিক অবস্থার গাঢ়তর ছাপ অভিজিতের শিল্পী মনকে আলোড়িত করেছে এবং তার সাহিত্যকর্মেও এর যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে। মহাশ্বেতা দেবীর নেতৃত্বে এ সময় বাংলা সাহিত্যে যে পালাবদলের পর্ব চলছিল, অভিজিৎ ছিলেন তারই অন্যতম রূপকার। নকশাল আন্দোলন, অপারেশন বর্গা, ভূমিসংস্কার আইন, পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা ইত্যাদির সৌজন্যে এতদিনের শোষিত নিপীড়িত প্রান্তবর্গীয়রা সমাজ ও সাহিত্যে এবার অনায়াসে [illegible] উঠে এলো। নিজেদের দাবী আদায়ের জন্য তারা জোতদার - মহাজন বা শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রামে অবতীর্ণ হল। শ্রেণীসংগ্রামের রাজনৈতিক দায় কাঁধে নিয়ে এই শোষিত নির্যাতিতদের সপক্ষে লেখনী ধারণ করলেন যে একদল নতুন গল্পকার অভিজিৎ তাঁদেরই অন্যতম। অভিজিতের গল্পে তাই সংগত কারণেই উঠে এসেছে শোষিত নির্যাতিত প্রান্তিক মানুষদের কথা। অপারেশন বর্গার প্রেক্ষাপটে ভূমিকে কেন্দ্র করে জোতদার ও আধিয়ারের মধ্যে বিরোধের গুরুত্বপূর্ণ দিক অভিজিতের গল্পে যে কঠোর বাস্তবতায় ফুটে উঠেছে তার তুলনা বাংলা গল্পে আজও পর্যন্ত নেই।

অভিজিৎ তাঁর গল্পে আধিপত্যবাদীর শ্রেণীশোষণের প্রায় সর্বপ্রকার রীতি কৌশলকেই ধরবার চেষ্টা করেছেন। গ্রামীণ নিম্নবর্গীয় মানুষরা এই শোষণের যাঁতাকলে পড়ে কি করে সর্বশান্ত হচ্ছে, কি করে প্রান্তিক চাষী জোতদার ও মহাজনের ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে ক্ষেত মজুরে পরিণত হচ্ছে অভিজিৎ তা একেবারে বাস্তবনিষ্ঠভাবে দেখিয়ে দেন। অভিজিৎ শোষণের দুটি রূপকে যেন তুলে ধরতে চান — জমি এবং নারী। শোষণের এই ঐতিহ্যের ধারাই নীলদর্পণের কাল থেকে চলে আসছে। জোতদার বর্গা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে আধিয়ারের জমি কেড়ে নিচ্ছে, নানা কৌশলী পদক্ষেপে এবং পেশীশক্তির সহায়তায় বর্গা জমির হাত বদল করছে এবং আদালতের ইনজাংশন

এনে জমির উপর নিজ দখলকে কায়েম রাখছে। আধিয়ার প্রতিরোধে সামিল হলে গৃহে আগুন, ডাকাতি, নারী ধর্ষণ এ সবের মধ্য দিয়ে তার অধিকারের দাবীকে চুরমার করে দেওয়া হচ্ছে। শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বে বিশ্বাসী অভিজিৎ শোষিতদের উপর এই নির্যাতনকে দেখিয়ে দিয়ে নির্যাতিতদের দিয়ে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের চিত্রকেও তুলে ধরেন। অভিজিৎ দেখাতে চান এই বঞ্চিত শোষিতরা জমিদার - জোতদারদের সঙ্গে একক লড়াই - এ পরাজিত হলেও সংঘবদ্ধ লড়াই - এ তারা জয় লাভ করছে। তাই শেষ পর্যন্ত অনেক গল্পেই তিনি জনশক্তির সংঘবদ্ধতার কথা বলেন বা শোষিতকে সংঘবদ্ধ জনতার নেতৃত্বদানের স্থানে তুলে আনেন। অর্থাৎ অভিজিতের গল্পে শোষকের শোষণ - নির্যাতনই শেষ কথা নয়, শোষকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংঘবদ্ধতার মধ্যে দিয়েই আসবে শোষণের হাত থেকে মুক্তি — এই বার্তাই ঘোষিত হয়।

অভিজিৎ শুধু শোষিত - নিপীড়িতদের সংগ্রাম ও তাদের মুক্তির পথকেই নির্দেশ করেন নি, সেই সঙ্গে এইসব প্রান্তিক সর্বহারা মানুষদের যন্ত্রনাময় জীবন চিত্রকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অভিজ্ঞতার সীমায় এনে তাদের শোষণ ও বঞ্চনার প্রতি শিক্ষিত জনমানসের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছেন এবং এইভাবে নিজ বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক দায় পূরণ করেছেন। তাদের সমস্যাগুলি এইভাবে প্রচারের আলোকবৃত্তে আসার ফলে তা নিয়ে শিক্ষিত সমাজ ভাববার অবকাশ পেয়েছে।

অভিজিতের গল্পে উত্তরবঙ্গের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের পরিচয় একান্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে রূপ পেয়েছে। দুই দিনাজপুর ও মালদায় কর্মসূত্রে দীর্ঘকাল অবস্থানের কারণে এখানকার নদ নদী, ভূপ্রকৃতি পরিবেশ, এখানকার জনজাতির পরিচয়, এই অঞ্চলের লোকাচার, আঞ্চলিক ভাষা, মানুষের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য — সবই তিনি বস্তুনিষ্ঠভাবে গল্পে ধরেছেন। তাই আঞ্চলিকতা অভিজিতের সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। দুই দিনাজপুর ও মালদার আঞ্চলিক পট ও এখানকার মানুষদের আঞ্চলিক জীবনধর্মে রূপায়ণের যথার্থ কৃতিত্ব বাংলা সাহিত্যে একমাত্র অভিজিৎ সেনেরই প্রাপ্য।

অভিজিৎ বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতার শিল্পী। তাই রাজনৈতিক শ্রেণীসংগ্রামের গল্প রচনার পাশাপাশি তিনি দেশভাগ, সাম্প্রদায়িকতা, প্রেম ও যৌনতা, আদিবাসী সমাজের বিশ্বাস - সংস্কার, প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় নিয়ে গল্প রচনা করেছেন। তবে সব ক্ষেত্রেই তাঁর গল্পের অধিকাংশ পাত্র পাত্রী নিম্নবর্গীয় গ্রামসমাজ থেকে উঠে এসেছে। এই সমস্ত মানুষদের আশা - হতাশ, প্রেম ও যৌনতা, লড়াই ও সংগ্রাম — এক কথায় অভিজিৎ তাঁর গল্পে সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষদের কথাই বলতে চেয়েছেন এবং তাদের জীবনের সমাগ্রিক পরিচয়কেই তুলে ধরেছেন।

দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতা তার গল্পে বড় জায়গা দখল করেছে। ব্যক্তি জীবনে ছিন্নমূল হবার যন্ত্রনা ভোগ করেছেন বলে অভিজিতের অনেকগুলি গল্পে এই যন্ত্রনা রূপ পেয়েছে। মুসলমান মৌলবাদীদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হলেও তাঁর গল্পে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা একেবারেই প্রাধান্য পায় নি। বরং তিনি তাঁর গল্পে হিন্দু - মুসলমান উভয়ের সাম্প্রদায়িক

সহাবস্থানের চিত্র অঙ্কনেই স্বস্তি বোধ করেন। দেশভাগের গল্পে উভয় সাম্প্রদায়িকতার প্রতিই তার বিরাগ ধ্বনিত হয়েছে। ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষের বাস্তুর সমস্যা, জীবন জীবিকার সমস্যা সবই রূপ পেয়েছে তাঁর গল্পে।

জীবনবোধের ইতিবাচকতা অভিজিতের শিল্পীমানসকে এক স্বতন্ত্র মহিমা দান করেছে। তাই তাঁর প্রেমের গল্পগুলি, যৌনতার গল্পগুলি বা সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ক গল্পগুলি শেষপর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় এক অখন্ড জীবন রসের গল্প, এক অমলিন মানবিক সম্পর্কের গল্প। জীবনবোধের এই ইতিবাচকতার জন্যই তার যৌনতার গল্পগুলিতে শেষ পর্যন্ত এক মানবিক আর্তিই ধ্বনিত হয়। তাঁর যৌনতার গল্পে নারীর যৌন লাঞ্ছনার চিত্রকে তুলে ধরে পুরুষের লাম্পট্য ও ব্যভিচারের দিককে ফুটিয়ে তোলেন। অনেক গল্পে যৌনতার পরিমন্ডলেও তিনি মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিক সম্পর্ককে রূপ দিয়েছেন।

সামগ্রিক বিচারে অভিজিতের গল্পভাবনার বিষয় ও আঙ্গিকে দুটি পর্ব লক্ষ্য করি। লেখক জীবনের প্রথম পর্বে বিষয় নির্বাচনে তিনি শ্রেণীসংগ্রাম এবং সমকালের উপর রাজনীতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে তুলে ধরতেই তৎপর; আর দ্বিতীয় পর্বে তাঁর গল্পে প্রেম ও যৌনতা, দেশবিভাগ ও সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য লাভ করেছে। লেখক জীবনের প্রথম পর্বে তিনি কাহিনী বর্ণনে একান্তভাবেই বাস্তবতাবাদকে গ্রহণ করেছেন। বাস্তবতার উপস্থাপনে সত্তর আশির দশকের গল্পকারদের মধ্যে তিনি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু লেখক জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে তিনি গল্পে প্লট নির্ভরতা অনেকটাই কমিয়ে এনেছেন। শ্রেণীসংগ্রামের আদর্শ আরোপের প্রতি সক্রিয়তাও তার মধ্যে হ্রাস পেয়েছে। পরিবর্তে মানুষকে তিনি সামাজিক সম্পর্কের নানা বিন্যাসের মধ্যে আবিষ্কার করতেই উন্মুখ।

এই পর্যায়ে অনেকগুলি গল্পে বাস্তব ও অতিলৌকিককে মিলিয়ে তিনি গল্পে Realism-র জগৎ নির্মাণ করেছেন। এই যাদুবাস্তবতার রীতি অনুসরণের পেছনেও তাঁর উদ্দেশ্য — গ্রামীণ লোক বিশ্বাস, লোকসংস্কারের জগৎকে সঠিক অর্থে গল্পে রূপ দেওয়া। বাংলা সাহিত্যে যাদুবাস্তবতার যে কয়েকজন শিল্পী আছেন, অভিজিৎ তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতিবাদী শিল্পীর মতো ঘটনা ও পরিপার্শ্বের অনুপুঙ্খ বর্ণনার সঙ্গে অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস-সংস্কারকে মিলিয়ে দিয়ে তিনি এমন এক জগৎ নির্মাণ করেন যাতে অলৌকিক এবং লৌকিক মিলেমিশে আমাদের কাছে ধরা দেয়। এক কথায় যাদুবাস্তবতার জগৎ নির্মাণে অভিজিৎ তাঁর সমকালীন অন্য গল্পকারদের চেয়ে অনেক দূর এগিয়ে থাকবেন।

অভিজিৎ সেনের গল্পের আঙ্গিকে একটি লোকজীবন ঘেঁষা ছাঁদ লক্ষ্য করি। কাহিনী নির্মাণে, ভাষা ব্যবহারে, লৌকিক ছড়া প্রবাদ, প্রভৃতি প্রয়োগে এবং লোকজীবনের নানা উপাদানকে গল্পে এনে অভিজিৎ গল্পশৈলীতে অভিনবত্ব এনেছেন। মিথ পুরাণের ব্যবহারে, কথকতাধর্মী

বর্ণনারীতির আশ্রয়ে, আঞ্চলিক কথ্যভাষার ব্যবহারে অভিজিতের গল্পে রূপ পেয়েছে একেবারেই স্বতন্ত্র এক আঙ্গিক চেতনা। ভাষায়, শব্দ ব্যবহারে, তির্যকতা প্রকাশে, ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে, তৎসম শব্দের শৈল্পিক ব্যবহারে অভিজিৎ সেনের গল্প স্বতন্ত্র এক আঙ্গিক চেতনাকে মূর্ত করে তোলো।

এইভাবে অভিজিৎ সেনের ছোটগল্পের বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব ও শিল্পরীতির বিশেষত্ব বিচারের মাধ্যমে ছোটগল্পকার হিসাবে তাঁর শক্তি ও দক্ষতার কেন্দ্রটি অনুধাবন করার চেষ্টাই এখানে করা হল।